প্রথম আলো

তারিখ ... 17 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

এমপিওভুক্তির নথিপত্র আলাউদ্দিনকে বুঝিয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার দায়দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল রোববার দুপুরে তিনি এ সংক্রান্ত সব নথিপত্র প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা আলাউদ্দিন আহমেদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলে সব নথি পাঠিয়ে দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি এ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো রকম সহযোগিতা চাইলে তা করার কথা বলেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পুরো তালিকা পর্যালোচনা, সংযোজন ও বিয়োজনের কাজ করবেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার নেতৃত্বে এমপিও-সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি যে চারটি নীতি নির্ধারণ করেছিল, তার ভিত্তিতে এক হাজার ২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে দু-চারটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপত্তি উঠেছে এবং সেগুলো

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

নথিপত্র আলাউদ্দিনকে বুঝিয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খতিয়ে দেখা হয়েছে। এর সঙ্গে কোনো কর্মকর্তার গাফিলতি পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সূত্রমতে, এমপিওর তালিকা খতিয়ে দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীতিমালার ভিত্তিতে মাত্র প্রায় ৪০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা তৈরি করে। এ ছাড়া একজন মন্ত্রীর সুপারিশে তালিকাভুক্ত করা লালমনিরহাটের বিতর্কিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নাম বাদ দেয়। কিন্তু এমপিওভুক্তি নিয়ে মন্ত্রী ও উপদেষ্টার মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় শিক্ষামন্ত্রী স্বেচ্ছায় এ সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান।

জানা যায়, গত সোমবার মন্ত্রিপরিষদের সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর উপদেষ্টা আলাউদ্দিন ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে এমপিওর তালিকা পর্যালোচনার পরামর্শ দেন। প্রয়োজনে তিনি কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নতুনভাবে এমপিওভুক্ত করতে বলেন।

জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফিরতে সপ্তাহখানেক সময় লাগবে। ইতিমধ্যে যে মাসের অর্ধেক সময় পার হয়ে গেছে। আগামী জুনের মধ্যে এমপিওর তালিকা সম্পন্ন করে টাকা ছাড় করাতে হবে। সময় কমে আসায় এবং এ বিষয়ে জটিলতা এড়াতে শিক্ষামন্ত্রী এমপিও-সংক্রান্ত সব দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা আলাউদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব গতকাল তালিকা ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র দিয়ে গেছেন। এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, পুরো বিষয়টি কী অবস্থায় আছে, সে সম্পর্কে ধারণা নিয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কিছু না জানানো হলেও উপদেষ্টার কাছে নথিপত্র হস্তান্তরের পর প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান তালিকা স্থগিত হয়ে গেছে।